কোটচাঁদপুরে চেক জালিয়াতি মামলার আসামি আটক

চেক জালিয়াতি মামলার দীর্ঘদিন পলাতক আসামি আব্দুর রাজ্জাক আটক । সে কোটচাঁদপুরের কুশনা গ্রামের মৃত বাবর আলীর ছেলে। মঙ্গলবার তাকে আটক করেছেন থানা পুলিশ। জানা যায়,ডাকবাংলার আব্দুল মান্নানের সঙ্গে কোটচাঁদপুরের কুশনা গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। এর সুবাদে আব্দুর রাজ্জাক তাকে একটা চেক দেন।

এরপর টাকা নিয়ে ঝামেলা হয় ওই দুই জনের মধ্যে। পরে আব্দুল মান্নান আদালতে চেক জালিয়াতির মামলা করেন আব্দুর রাজ্জাকের নামে।

ওই মামলায় গেল ৪/১/২০২২ সালে আদালত তাকে ৬ মাসের জেল ও ৪ লাখ টাকার জরিমানা করেন। এরপর থেকে আব্দুর রাজ্জাক দীর্ঘ ৯ মাস পলাতক ছিলেন।

খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ মঙ্গলবার সকালে কুশনা গ্রামে অভিযান চালিয়ে আব্দুর রাজ্জাক কে আটক করেন। সে ওই গ্রামের মৃত বাবর আলীর ছেলে। ওইদিনই পুলিশ তাকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠিয়েছেন থানা পুলিশ।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক শাহ মোঃ আব্দুল আজিজ বলেন,মঙ্গলবার কোটচাঁদপুর থানার সহউপপরিদর্শক (এএসআই কামাল হোসেন ও শামসুজ্জামান) উপজেলার কুশনা গ্রামে অভিযান চালান।

এ সময় তারা দীর্ঘদিন মামলায় পলাতক থাকা আসামি আব্দুর রাজ্জাক কে আটক করেন। ওইদিনই তাকে আদালতে মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠিয়েছেন থানা পুলিশ।

প্রবাসে আটকে মুক্তিপন আদায় চক্রের ২ সদস্য গ্রেফতার

মানব পাচার ও প্রবাসে আটকে রেখে মুক্তিপনের টাকা আদায় চক্রের ২ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে কুষ্টিয়া পুলিশ। তারা অবৈধভাবে বিদেশে মানব পাচার করে আবার প্রবাসেই তাদেরকে আটকে জবরদস্তিমূলক শ্রম আদায়ের উদ্দেশ্যে মুনাফা অর্জন করে পরিবারের লোকদের কাছ থেকে মুক্তিপনের জন্য চাঁদা আদায়কারী সংঘবদ্ধ চক্রের সদস্য|

শুক্রবার (২১ অক্টোবর) সারারাত দৌলতপুর থানাধীন অভিযান পরিচালনা করে তাদেরকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত আসামীরা হলেন কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার দৌলতখালী এলাকার হাবিল সর্দারের ছেলে রেজাউল করিম হিমেল (৪০) ও দৌলতপুর মাদিয়া ত্রিমোহনী এলাকার রফিকুল ইসলামের ছেলে পারভেজ রানা (২৭)।

শনিবার ২২ অক্টোবর বেলা ১২ টার সময় কুষ্টিয়া পুলিশ লাইনের মিডিয়া কক্ষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পুলিশ সুপার খাইরুল আলম।

এ সময় আরো জানা যায়, কুষ্টিয়া দৌলতপুর সাদিপুর এলাকার আব্দুস সামাদের ছেলে ইশরাক শাহরিয়ার জয়কে কম্বোডিয়া দেশে ভালো বেতনে কম্পিউটারের কাজে চাকুরী দিবে মর্মে প্রতারক চক্র আশ্বস্ত ও প্ররোচিত করে। সেখানে প্রতি মাসে ১ লক্ষ টাকা বেতন এবং থাকা খাওয়া ও আকামাসহ যাবতীয় খরচ কোম্পানী বহন করবে মর্মে জানায়। প্রতারক চক্রের কথায় আশ্বস্ত হয়ে ইশরাক শাহরিয়ার জয়ের অভিভাবকরা চলতি বছরের ২৩ মে ইং তারিখে জয়ের পিতা রেজাউল করিম হিমেলকে তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা প্রদান করলে গত ২৪ জুন ইং তারিখে তাকে বিদেশে কম্বোডিয়ায় পাঠিয়ে দেয়। পরে আসামীদের ৮ লক্ষ টাকা দিতে রাজি হলে বিভিন্ন বিকাশের মাধ্যমে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা পাঠিয়ে দেয়। বাকী ৩ লক্ষ টাকা দিতে না পারলে তারা জয়ের কাছে থাকা দুইটি মোবাইল ও নগদ ৯০ হাজার টাকা নিয়ে পাসপোর্ট ভিসা কেড়ে নিয়ে রাস্তায় বের করে দেয়।

পরে বিষয়টি পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় কম্বোডিয়ান দূতাবাস, থাইল্যান্ড দূতাবাস এবং দুই দেশের ইমিগ্রেশন ও টিকেট বাবদ ১ লক্ষ ৭৫ টাকা খরচ করে আউট পাশ দিয়ে জয়কে গত ২৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে

আনা হয়। এরপর জয়ের পরিবার দৌলতপুর থানায় মামলা করেন। যার মামলা নং-৩১, তারিখ-১৯/১০/২০২২ ইং।

মুজিবনগরে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ মাদক ব্যাবসায়ী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে মাদকবিরোধী অভিযানে পাঁচ গ্রাম হেরোইন সহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

মুজিবনগর থানাধীন আনন্দবাস গ্রামস্থ মুড়োতলা মাঠ এলাকা থেকে হেরোইন বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কিছু মাদক ব্যবসায়ী অবস্থান করছে। এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯ টার দিকে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল এর নেতৃত্বে এসআই প্রহলাদ রায়, এস আই সাহেব আলী, এএসআই শিহাব, এএসআই আলী শেখ সঙ্গীয় ফোর্সের সহায়তায় মুজিবনগর থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে গ্রাম ৫ গ্রাস হেরোইন সহ আনন্দবাস গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে সুমন মিয়া এবং চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা থানার গতিয়ার পাড়া গ্রামের হেকমত আলীর ছেলে আব্বাস আলী কে আটক করে।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেল জানান মুজিবনগর উপজেলা কে মাদকমুক্ত করতে মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের আটক করা হয়েছে শুক্রবার তাদের নামে ৫/১১০ তাং১৬/১০/২২ধারা এবং ২০১৮ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ৮(ক) মামলা দিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। এছাড়া ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামিকেও আটক করা হয়েছে।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা দিয়ে অনলাইন জুয়ার আরো চার এজেন্টকে আটক করেছে পুলিশ।

বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১ টার দিকে মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি সাইফুল আলম ও সাইবার অপরাধ বিভাগের এসআই মনিরুল ইসলামের নেতৃত্বে যৌথভাবে মহাজনপুর গ্রামের মাঠাপাড়া এলাকার খয়রুদ্দিনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে চার অনলাইন এজেন্টকে আটক করে।

আটকৃতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালি গ্রামের দক্ষিণপাড়া বাসিন্দা ও সাবেক চেয়ারম্যান মাহাবুবুর রহমানের ছেলে মাহফুজুর রহমান জয় (২৪), রশিকপুর গ্রামের খানপাড়ার রকিব শেখের ছেলে তরিকুল ইসলাম (২৬), মহাজনপুর গ্রামের মাঠপাড়ার মনিরুল ইসলামের ছেলে আক্তারুজ্জামান আক্তার (২২) ও মহাজনপুর খাঁ পাড়ার আবুল বাশারের ছেলে রুবেল হোসেন (২৩)।

এসময় তাদের অপর সহযোগী মহাজনপুর গ্রামের মিনারুল ইসলামের ছেলে শাহিন (৩০), খয়রুদ্দিনের ছেলে আরিফুল ইসলাম (২৫), জাকের আলীর ছেলে হেলাল (২৮), উজ্জল হোসেনের ছেলে মাহফুজ (২০) পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় মুজিবনগর থানায় এস আই উত্তম কুমার বাদী হয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৩০(২)/৩৫ ধারায় গতকাল বৃহস্পতিবার একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় তদন্তভার দেওয়া হয়েছে ডিবি ওসি সাইফুল আলমকে।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, আসামি মাহফুজুর রহমান জয়ের কাছ থেকে একটি অপপো ব্রান্ডের মোবাইল ফোনসহ ০১৯১১৯০৮৪৭৪ ও ০১৫৮১-৩৮৬৯৭৪, আসামি আক্তারুজ্জামানের কাছে স্যামস্যাং গ্যালাক্সি কোম্পানীর মোবাইল ফোন এবং সিম নং ০১৮৪১০৬৫১৩০ এবং ০১৮৮৮০৮৯৬০৩, তরিকুল ইসলামের কাছে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে রিয়েল মি জিটি মাষ্টার মডেলের একটি ফোন। মোবাইলে সিম রয়েছে ০১৯৪৫ ১৫৬৬৭৩ এবং ০১৬৫০-১১৫১৮৮, রুবেল হোসেনের কাছ থেকে রেডমি নাইন মডেলের মোবাইল ফোন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ০১৯৭৩৯৫৮০৩০ এবং ০১৩০৫-৪২৪৫৭৩। এছাড়া একটি বিকাশ এজেন্ট সিম যার নং ০১৭৫৩৫৮৮২৪১,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

টাকা রয়েছে। এছাড়া তার সহযোগী মোনাখালি গ্রামের বদর কামড়ির ছেলে আব্দুস ছামাদ জুয়ার অন্যান্য জুয়ার সাইট পরিচালনা করেন।

অপর আসামি আক্তারুজ্জামানকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানায়, সে এবং পলাতক আসামি শাহীন ও আরিফুল ইসলাম এক সাথে চ্যানেল বিক্রয়সহ সাব এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। এছাড়া অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে এজেন্ট নাম্বার ব্যবহার করে অবৈধ ই ট্রানজেকশন করে। অনলাইন জুয়া ওয়ানএক্সবেট, লাইনবেট, মেলবেট, বেট উইনার এবং ওয়ালমেট এর ১৮-২০ জন সাব এজেন্ট হিসেবে তাদের নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন।

গ্রেফতারকৃত তরিকুল ইসলাম প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানান, সে নিজে পলাতক আসামি শাহীন আব্দুস ছামাদ, আরিফুল এবং গ্রেফতারকৃত আক্তারুজ্জামানের নিকট থেকে ওয়ানএক্◌্রবিটের একটি সাব এজেন্ট চ্যানেল নিয়ে দুটি এজেন্ট সিম কার্ড ০১৭৫৩-৫৮৮২৪১ (বিকাশ এজেন্ট) এবং ০১৭৭৯-৩৪৯৭৩৬ (রকেট এজেন্ট) ভাড়া নেওয়ার জন্য আসে। এক মাসের জন্য ওই এজেন্ট সিম দুটির ৫০ হাজার টাকা ভাড়া দেওয়ার জন্য আসেন।

গ্রেফতারকৃত রুবেল হোসেন প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানায়, পলাতক আসামি আরিফুল, হেলাল, মাহফুজের কর্মী হিসেবে ওয়ানএক্সবেট, বেট উইনার এবং ওয়ালমেট এর ডিপোজিট এবং উইথড্রল এর কাজ করে। পলাতক আসামি শাহীন এর ফেলে যাওয়া মোবাইল ফোন যা গ্রেফতারকৃত আসামিদের কর্তৃক সনাক্ত করা হয়েছে।

ওই ফোনটি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, অনলাইন জুয়া বেট উইনার এর এ্যাডমিন হিসেবে রহমান নগদ, রহমান রকেট, রহমান বিকাশ, রহমান উপায়সহ ৪টি চ্যানেল পরিচালনা করেন। অনলাইন জুয়া বেট উইনার এর অবৈধ জুয়ার টাকা জুয়ার চ্যানেলে রহমান নগদ এজেন্ট নাম্বার ০১৮৪০৬৬৫২৬৪, রহমান রকেট এজেন্ট নাম্বর ০১৮৬৫ ৭৩৪৭৭০, রহমান বিকাশ এজেন্ট নং ০১৩১৯৭৬৬৯৯১, রহমান উপায় এজেন্ট নং ০১৮৬৯ ৫২৫৩৫৪ ব্যবহার করে বেট উইনার এর ওয়েবসাইটের ওয়ালে প্রদর্শনের মাধ্যমে অনলাইন জুয়ার টাকা ই-ট্রানজেকশন করে।

গ্রেফতারকৃত মাহফুজুর রহমান জয়, আক্তারুজ্জামান তারিকুল ইসলাম ও রুবেল হোসেন পলাতক আসামিসহ অজ্ঞাতনামা অন্যান্য আসামি অবৈধ ই ট্রানজেকশনের জন্য ভূঁয়া ট্রেড লাইসেন্স এর মাধ্যমে অসৎ উদ্দ্যেশ্যে অনলাইন মোবাইল ব্যাংকিং রকেট, নগদ, বিকাশ ও উপায় এজেন্ট সিমকার্ড তুলে অনলাইন জুয়া খেলা পরিচালনা করে আসছে।

মেহেরপুর ডিবির ওসি সাইফুল আলম বলেন, অনলাইন জুয়ার অন্যান্য

এজেন্টদের আইনের আওতায় আনার অভিযান অব্যহত রয়েছে। অবৈধ ই-ট্রানজেকশনের মাধ্যমে তারা রাশিয়ায় কোটি কোটি টাকা পাচার করছে। পুলিশ সুপার স্যারের নির্দেশে আমরা এ দূর্গ নিশ্চিহৃ করতে মাঠে কাজ করছি।

এদিকে, পুলিশের পাশাপাশি মেহেরপুর প্রতিদিন অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতদের নিয়ে ধারাবাহিকভাবে অনুসন্ধানী সংবাদ প্রকাশ করছে। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানেও দুই শতাধিক অনলাইন জুয়ার নাম পরিচয় উঠে আসছে। ইতোমধ্যে মেহেরপুর প্রতিদিনে এনিয়ে ‘অনলাইন জুয়ার দূর্গ’ ক্যাটাগরি ভিত্তিক ধারাবাহিক ৯টি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত এজেন্টরা রাতারাতি কোটিপতি বনে গেছেন। বিপরীত দিকে অনলাইন জুয়া খেলে নি:স্ব হচ্ছেন হাজার হাজার তরুণ। আর এসকল টাকা অবৈধভাবে ই-ট্রানজেকশনের মাধ্যমে রাশিয়ায় পাচার করছেন এসকল অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত এজেন্টরা।

এসব এজেন্টদের মধ্যে রয়েছেন জনপ্রতিনিধি, ছাত্র নেতা, শিক্ষক, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভসহ উঠতি বয়সের তরুণরা।

মেহেরপুর প্রতিদিন এসকল অনলাইন জুয়ার এজেন্টদের মুখোশ উন্মোচন করতে কাজ করছে। ধারাবাহিকভাবে তাদের সংবাদ প্রকাশ করা হচ্ছে। বাকিদেরও সংবাদ প্রকাশের জন্য অনুসন্ধান অব্যহত রয়েছে। (চলবে…)

অনলাইন জুয়ার সংবাদগুলো পড়ুন

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট প্রসেনজিতের সহযোগীদের আদালতে জবাবনবন্দী প্রদান

অনলাইন জুয়ার খপ্পরে মেহেরপুরের অর্ধশত তরুণ

মেহেরপুরে ফেনসিডিলসহ মাদক কারবারী আটক

৪০ বোতল ফেনসিডিল ও একটি হিরো হোন্ডা মটরসাইকেলসহ আলামিন হোসেন (৩৬) নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

আটক আলামিন হোসেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ছেউড়িয়া গ্রামের মৃত রেজাউল ইসলামের ছেলে।

বৃহস্পতিবার (২০ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের একটি টিম শহরের সন্নিকটের যাদবপুর গোরস্থান এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন।

ডিবি পুলিশের উপপরিদর্শক এসআই বিশ্বজিৎ সরকার, এসআই শাহিনুর রহমান, এসআই হেলাল ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালান।

এসআই বিশ্বজিৎ সরকার বলেন, গোপন সংবাদে খবর পেয়ে যাদবপুর গোরস্থান এলাকায় ডিবি পুলিশের একটি টিম অবস্থান নিই। মোটরসাইকেল যোগে আলামিনকে দেখে ডিবি পুলিশের টিম তাকে থামতে বলা হয়। সে পুলিশ দেখে মোটরসাইকেল ফেলে পালানোর চেষ্টা করলে তাকে ধরা হয়। পরে তার কাছে থাকা একটি স্কুল ব্যাগের মধ্যে থেকে ৪০ বোতল ফেনসিডিল জব্দ করা হয়।

এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আটক আলামিনকে সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

আজ সকাল ১০ টার দিকে উপজেলার কাঠালতলা বাজার নামক স্থান থেকে তাদের ২ জনকে আটক করা হয়।

জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার রামনগর গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে আলিফ ওরফে আলীহিম (৩৭), এবং একই গ্রামের মজনুর ছেলে পিন্টু (৩৫) চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন স্হান সহ পার্শ্ববর্তী মেহেরপুর, কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন এলাকার বাজার ঘাটে সহজ সরল দোকানদারকে টার্গেট করে নিজেদের ছাপানো ভূয়া মেমো দেখিয়ে কোম্পানির বিভিন্ন চমকপ্রদ অফার এর লোভ দেখিয়ে প্রতারনার মাধ্যমে নগদ অর্থ হাতিয়ে নিয়ে পরবর্তীতে অর্ডারকৃত মালামাল সরবরাহ করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সটকে পড়ে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা যায়। প্রতারকদের তৈরীকৃত কয়েকটি ভূয়া মেমো বইয়ের পাতা উদ্ধার করে পুলিশ।

আরো জানা যায় উপজেলার বিভিন্ন দোকানে যখন প্রতারণার ফাঁদ পেতে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারক চক্র হাতিয়ে নেয় তখন দিশেহারা হয়ে প্রতারণার শিকার ব্যক্তিবর্গ দামুড়হুদা মডেল থানায় বিষয়টি জানাই। এবং শুধুমাত্র একটি মোবাইল নম্বরের সূত্রপাত ধরে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশের চিরুনি অভিযান শুরু হয়। পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে সোর্স লাগিয়ে সর্বশেষ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মোবাইল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে প্রতারক চক্রের ২ সদস্যকে আটক করতে সক্ষম হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই তৌহিদুজ্জামান শেখ, এএসআই দিরাজ, এএসআই আলমঙ্গীর সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তাদেরকে হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কাঠালতলা বাজার নামক স্থান থেকে গ্রেফতার করেন। এ বিষয়ে জানাজানি হলে জয়রামপুর কাঠালতলা বাজার এর স্থানীয় দোকানদাররা দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশকে ধন্যবাদ জানান।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, প্রতারণার কারণে দুজন গ্রেপ্তার হয়েছে। আলিফ এর নামে চুরি, ধর্ষন, দস্যুতাসহ বিভিন্ন ধরনের ০৫ টি মামলা রয়েছে। এবং পিন্টুর নামে দস্যুতা, নারী নির্যাতনসহ বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে। তাদেরকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীতে ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

গাংনীর পিরতলা পুলিশ ক্যাম্পের পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৪০ বোতল ফেনসিডিলসহ আমানুল ইসলাম (২৮) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছেন।

আটক আমানুল ইসলাম কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার ধর্মদহ গ্রামের জমসেদ আলীর ছেলে।

আজ বুধবার (১২ অক্টোবর) ভোররাত ৩ টার দিকে পিরতলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) জহির রায়হানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম ওই গ্রামের তিন রাস্তার মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিলসহ তাকে আটক করেন।

এসআই জহির রায়হান বলেন, মাদক পাচার হচ্ছে এমন সংবাদে সেখানে অভিযান চালানো হয়। এসময় আমানুল পুলিশ দেখে পালানোর চেষ্টা করলে তাকে হাতে নাতে ধরা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে তার নামে মামলা দিয়ে দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে ডিবি পুলিশের অভিযানে ফেন্সিডিল সহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহে কোটচাঁদপুরে অভিযান চালিয়ে ফেন্সিডিল সহ দুই মাদক ব্যবসায়ী কে আটক করেছে ডিবি পুলিশ । জেলা গোয়েন্দা শাখা ডিবি পুলিশের ওসি মোঃ শাহিন উদ্দিন জানান, ঝিনাইদহ জেলা পুলিশ সুপার

আশিকুর রহমান (বিপিএম পিপিএম) বারের দিকনির্দেশনায় ডিবি পুলিশের একটি চৌকস দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে।

আজ মঙ্গলবার সকালে কোটচাঁদপুর থানাধীন কাগমারি নামক স্থান থেকে মাদক ব্যবসায়ী (১) চায়না বেগম, স্বামী-আব্দুস সালাম, সাং-দক্ষিণ আড়পাড়া(২) আজহার উদ্দিন,পিতা-হাফিজুর রহমান,সাং-চাপালি,থানা- কালিগঞ্জ,জেলা-ঝিনাইদহকে (৫৯) বোতল ফেন্সিডিল সহ আটক করা হয়েছে বলে জানান।

এ বিষয় কোটচাঁদপুর মডেল থানার ডিউটি অফিসার উপ-পরিদর্শক আইয়ুব হোসেন জানান, চায়না ও আজহার নামে দুই মাদক ব্যবসায়ী নামে মডেল থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।যার মামলা নম্বর (৪)।

মুজিবনগরে মহিলা জামায়াতের ১০ নেতা কর্মী আটক, সাংগাঠনিক বই জব্দ

সরকার বিরোধী গোপন বৈঠক চলাকালিন সময়ে সাংগাঠনিক বই পুস্তকসহ জামায়াতের ১০ নারী নেতা কর্মীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে আজ মঙ্গলবার (১১ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১ টার সময় মুজিবনগর উপজেলার নাজিরাকোনা গ্রামের হজরত আলীর বাড়িতে গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন।

আটকরা হলেন, নাজিরাকোনা গ্রামের ইলিয়াস হোসেনের স্ত্রেী ডলি খাতুন (৩০), শহিদুল ইসলামের স্ত্রী শাহিদা বেগম (৬০), আঙ্গুর আলীর স্ত্রী সানোয়ারা খাতুন (৩৫), জুলফিকার আলীর স্ত্রী নিলুফা খাতুন (৩৫), মিনারুল ইসলামের স্ত্রী রোকসানা খাতুন (৩২), হজরত আলীর স্ত্রী শেফালী খাতুন (৩৫), মনিরুল ইসলামের স্ত্রী বেদেনা খাতুন (৩৫), রবিউল ইসলামের স্ত্রী তানিয়া খাতুন (২৫), রফিকুল

ইসলামের স্ত্রী রুমিয়া খাতুন (৩০) ও আরিফুল ইসলামের স্ত্রী সুরাইয়া খাতুন (২০)।

এসময় তাদের কাছ থেকে পবিত্র সীরাতন্নবী (স) উপলক্ষে বাংলাাদেশ জামায়াত ইসলামীর আহবান, দ্বীন ইসলামের ১৫ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক ধারণা, ইমানের হাকীকত, নামায-রোজার হাকীকত, তাফহীমুল কুরআন, আদর্শ মানব মুহাম্মদ (সা)কুরআন ও হাদীসের আলোকে রাসুল মুহাম্মদ স. দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের দায়িত্ব,বিষয় ভিত্তিক কোরআন ও হাদীস, ইসলামী সংগঠন, ইসলামী আন্দোলন, জামায়াত এবং জামায়াত নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, এসো শিবির করি, ইসলামী ছাত্রী সংস্থ্যাসহ ২৩ বিভিন্ন বই জব্দ করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল বলেন, আটক জামায়াতের নারী নেতা কর্মিরা সরকার সমন্ধে বিদ্বেষ বিতৃষ্ণা ও মিথ্যা রটনা ছড়িয়ে নাশকতকা সৃষ্টিসহ জনগণের মধ্যে আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে আইনশংখলার অবনতি করার লক্ষে অজ্ঞাতনামা ১৫/২০ জন নারী সরকার বিরোধী সন্ত্রাস ও নাশকতা কার্যকলাপ করার উদ্যেশ্যে পরিকল্পনা ও মিটিং করছিল।

আটকদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯(সংশোধনী) ২০১৩ এর ৬/৭/১০ ধারায় মামলা করা হয়েছে। মামলায় এজাহার নামীয় ১০ জন ও অজ্ঞাতনামা আরো ১০/১২ জনকে আসামি করা হয়েছে।

আটক নারী নেতা কর্মীদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণের প্রস্তুতি চলছে বলে জানান ওসি মেহেদী রাসেল।